আজকের কাগজ

তারিখ ... 09.AUG 1994 ..
পৃষ্ঠা ৭০ কলাম ৫

07

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে শিক্ষক আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি

সুব্রত রায়

❑ পূর্ব প্রকাশের পর

অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ এ বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রিয় নেতৃত্বে অভ্যন্তরিণ বিরোধ দেখা দেয় এবং এক কনভেনশন ডেকে শাহজাদা নুরুল আলম আমিরী ও আব্দুল আওয়াল যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সংগঠন দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৮০ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ঢাকা মহানগরীর প্রাথমিক স্কুলগুলো ঢাকা মিউনিসিপ্যালটির কাছে হস্তান্তর করার জন্যে এক আদেশ জারি করেন। এতে ঢাকা মহানগরীর প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ১৯৮০ সালের অক্টোবরের দিকে একটানা ২৩ দিন ধর্মঘট চলে। ১৯৮১ সালে প্রাথমিক শিক্ষা অধ্যাদেশ এ্যাক্ট-এ পরিণত হয়। এই বেসরকারিকরণ এ্যাক্ট-এর প্রতিক্রিয়ায় ১৯৮১ সালে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (উভয় সমিতি ঐক্যবদ্ধভাবে) এক ঐতিহাসিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৮১-র জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত ধর্মঘট, বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮১-র মার্চ মাসে ঢাকায় বায়তুল মোকাররমের সম্মুখের প্রাথমিক শিক্ষকদের এক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সরকারি আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন থেমে যায়। কিন্তু সরকার প্রতিশ্রুতি পালন না করায় সমিতি 'বিশ্বাস ভঙ্গ দিবস' পালন করে। ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (আমিরী) কে তৎকালীন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ৬ লাখ টাকা এবং ১০ কাঠা জমি দান করেন বলে সমিতি সূত্রে জানা যায়।

১৯৮৩ সালের ১৫ আগস্ট এক নির্বাহী আদেশ জারি করে সরকার ১৯৮১-এর আইন বাতিল করেন। প্রাথমিক শিক্ষকগণ সরকারি কর্মচারি হিসেবে বহাল থাকেন। এভাবে সরকারি চাকরিকে বেসরকারিকরণ - এই চাকরিগত সমস্যাকে কেন্দ্র করে প্রাথমিক শিক্ষকগণ একটি ব্যাপক আন্দোলন করেন। পরবর্তীকালে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (উভয় সংগঠন) কোন ব্যাপক আন্দোলনে যায়নি। তবে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুহূর্তে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির (আযাদ) সভাপতি আবুল কালাম আজাদকে গ্রেফতার করা হলে সামান্য আন্দোলন হয়েছিল তবে মুক্তি পাবার পর আবার থেমে যায়। বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষক আন্দোলন ও সমিতি দু'টির কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে যে বিষয়গুলা প্রতিভাত হয় তা হলো- ১। ১৯৮১ সালে সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা ভঙ্গ করেছেন।

সালে সরকার বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (আমিরী) কে সমর্থন করেছেন এবং অনুদান দিয়েছেন। বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (আযাদ) কে সমর্থন দেননি। যদিও পরবর্তীকালে আবার আযাদকেও সমর্থন দিয়েছেন। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এরশাদ এদের এক সম্মেলনে প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন। তিনি আজাদকে উচ্চ শিক্ষার জন্যে বিদেশে পাঠানোর ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন।

বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (আযাদ)-এর গঠনতন্ত্রে বিশেষ শর্ত শিরোনামে যে সকল শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে ঃ

১। বাংলাদেশের সকল প্রাথমিক শিক্ষক বাধ্যতামূলকভাবে (ধারা-২-ক) বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সদস্য থাকবেন, কিন্তু একমাত্র কেন্দ্রিয় সংসদের সভাপতি পদে একজন শিক্ষক, যিনি প্রাথমিক শিক্ষক নন, নির্বাচিত হতে পারেন। ব্যক্তি সর্বস্তরে সকল পদেই প্রাথমিক শিক্ষক ব্যতীত অন্য কেউ নির্বাচিত হতে পারবেন না। (ধারা-২-ঙ)

প্রশ্ন জাগে সমিতির সভাপতি আবুল কালাম আজাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। তিনি যাতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন, তার জন্যেই কি এই বিশেষ ব্যবস্থা?

বাংলাদেশ বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ঃ

বাংলাদেশ বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের সমস্যাবলী সমাধানের লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে। এদের মূল লক্ষ্য স্কুলগুলো সরকারি হোক। এই আশায় অনেক শিক্ষক বিনা বেতনেও কাজ করছেন। এ সমিতির নেতৃত্বে উল্লেখযোগ্য কোন আন্দোলন হয়নি। তবে সম্প্রতি ১৯৯৩ সালে ৪ দফা দাবিতে এদের এক আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল যা বর্তমানেও পর্যায়ক্রমে থেমে থেমে প্রবাহিত হচ্ছে। এছাড়া বাকি দু'টি গ্রুপ ইস্যুভিত্তিক কোন আন্দোলনে তেমন সক্রিয় নয়।

মাধ্যমিক শিক্ষক আন্দোলন ঃ-

বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষকদের সংগঠন ৫টি ঃ

১। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (কামরুজ্জামান)
২। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (আমানুল্লাহ)
৩। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (আশরাফ-নজরুল)
৪ বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (নূরুল্লা)
৫। বাংলাদেশ সহকারী শিক্ষক সমিতি

সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষকদের সংগঠন মূলত ৩টি

১। বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি (রাজ্জাক-নজরুল)
২। বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি (মতিউর)
৩। বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি (সেকেন্দার)

বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি ঃ

বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনের ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। ১৯২২ সালের দিকে 'নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি' (All Bengal Teacher's Association) গঠিত হয় বলে জানা যায়।

১৯৪৭-এর পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এরই ঢাকা শাখা "পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষক সমিতি' নাম গ্রহণ করে। স্বাধীনতার পর যথারীতি এর নাম হয় 'বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি।'

তৎকালীন সরকার এবং বাংলাদেশে শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সকল মাধ্যমিক শিক্ষকের জন্যে একই হারে কল্যাণ ভাতা (৫০.০০ টাকা) নির্ধারিত হয়। এর আগে যোগ্যতা অনুসারে কল্যাণ ভাতা বিভিন্ন হারের ছিল। ১৯৭৩-এর সার্ভিস রুল প্রবর্তনসহ বিভিন্ন দাবিতে একটি ব্যাপক আন্দোলন এই সমিতি গড়ে তোলে। ৪৯ দিনব্যাপী চলে ধর্মঘট। সরকার প্রথমে দমননীতি চালান এবং হুমকিমূলক প্রেসনোট দেয়া হয়।

পরবর্তীতে সরকার ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। অতঃপর ধর্মঘট প্রত্যাহার করা না করা অর্থাৎ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে কি হবে না এ নিয়ে সমিতির কেন্দ্রিয় নেতৃত্বের একটি অংশ দ্বিমত পোষণ করে যার নেতৃত্ব দেন জয়নুল আবেদীন চৌধুরী। তিনি এবং তার সমর্থকরা পাল্টা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এর পেছনে কারণ যাই থাক, সমিতিটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে উভয় সমিতি ছোটখাট আন্দোলন করে। ১৯৮৫-৮৬ তে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (কামরুজ্জামান) একটি ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৮৫-র ৮ নভেম্বর ঢাকায় একটি বিশাল জাতীয় সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল এবং অবস্থান ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি(নজরুল)ও আন্দোলনে নেমে আসে। ১৮ ই নভেম্বর উভয় সমিতি এক দিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করে। অতঃপর 'শিক্ষক সমন্বয় পরিষদ' এই ব্যানারে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দেয়। বেতন সংক্রান্ত দাবি দাওয়ার ভিত্তিতেই এই আন্দোলন গড়ে উঠে। ১৯৮৬-র ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত ৫৬ দিন আন্দোলন চলে। গ্রেফতারসহ নির্যাতনমূলক নানা ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করলেও আন্দোলন থামে না। অবশেষে সরকার ও শিক্ষক সমন্বয় পরিষদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

চুক্তি করলেও সরকার তার বাস্তবায়নে গড়িমসি করে। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (কামরুজ্জামান) ১৯৮৭ -র ৭ ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনারে সমাবেশ ও একটি বিক্ষোভ মিছিল করে। এরশাদ সরকারের পতনের পরে বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের কাছে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে বাশিস (কামরুজ্জামান) সহ বিভিন্ন সংগঠন আন্দোলন চালিয়ে আসছে।